যুগান্তর
11 SEP 2007

আবারও ৩ মাসের সেশনজটের কবলে পড়ল শাবির শিক্ষার্থীরা

সিলেট ব্যুরো

আবারও দীর্ঘ তিন মাসের সেশনজটের কবলে পড়ল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ১৯ দিন পর সোমবার থেকে শাবি'র ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হলেও অনাকাঙ্ক্ষিত সেশনজটের কবল থেকে মুক্ত হতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। শাবি সচলের প্রথম দিনে গতকাল শিক্ষার্থীদের পদচারণায় ক্যাম্পাস মুখরিত হলেও কোন উদ্যম ছিল না তাদের মাঝে। সেশনজটের শংকা তাদের তাড়া করে ফিরছে। জানা যায়, শাবিতে এমনিতেই ১৮ মাসের সেশনজট রয়েছে। নতুন করে আবারও ৩ মাসের সেশনজটের আশংকায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। বিগত সরকারের আমলে হরতাল, ধর্মঘট, শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির জের ধরে বছরের বেশির ভাগ সময়ই বন্ধ থেকেছে শাবি। পাশাপাশি বিতর্কিত ভিসি মুসলেহবিরোধী আন্দোলন, বহুল আলোচিত ছাত্রদল নেতা লিটন হত্যাকাণ্ড, মেধাবী ছাত্র শাদীম হত্যা প্রভৃতি কারণে বছরের বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থেকেছে শাবি। ৬ মাসের একটি সেমিস্টার সম্পন্ন করার কথা থাকলেও ১ বছরেও তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা গত সাড়ে তিন বছরে সবেমাত্র ৪টি সেমিস্টার সম্পন্ন করেছে। যদিও তাদের ৭টি সেমিস্টার সম্পন্ন করার কথা ছিল। সেমিস্টার পদ্ধতিতে চলা দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে ৭টি সেমিস্টার সম্পন্ন করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। শাবি'র অনাকাঙ্ক্ষিত এ সেশনজটের পেছনে হরতাল, ধর্মঘটের পাশাপাশি দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোকেও দায়ী করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর শাবি'র প্রশাসনিক কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। বিতর্কিত ভিসি মুসলেহ উদ্দিনকে নতুন ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়। নতুন উদ্যমে শুরু হয় শাবি'র একাডেমিক কার্যক্রম। দ্রুততার সঙ্গে ৪ মাসেরই একটি সেমিস্টার শেষ করায় সেশনজটের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে শাবি শিক্ষার্থীরা। হঠাৎ করেই গত ২১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগকে কেন্দ্র করে আবারও বন্ধ হয়ে যায় শাবি।

ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম এ ব্যাপারে যুগান্তরকে জানান, দ্রুততার সঙ্গে ক্লাস-পরীক্ষা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নির্দেশ দেয়া হবে। আশা করি সেশনজটের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে শিক্ষার্থীরা।